

শেষ স্বপনের প্রতি  
শাহাদাত হোসেন

অয়ি প্রিয়তমা, দোহাই তোমার, একটুকু চেয়ে দেখো,  
বসন্তের আগমনে প্রাচীন ধরনী কেমন পুলকিত নাচিছে,  
যেন নব যৌবনের প্রবাহের উল্লাশে মেতেছে।  
পূর্ণ যৌবনমত্ত ফাল্গুন তার সমৃদ্ধ জীবনের জোয়ারের হাসিতে  
বৃক্ষের শুষ্ক তরুশির প্রাণশূন্য পত্ররাজিকে  
ভরিয়ে দিয়েছে কী বিপুল প্রাণরাসীতে।

আজি এই বিপুল প্রাণাধিকারী অবনী হাসিছে মাতাল হাসিতে  
এমন গভীর শান্তস্নিগ্ধ সবুজঘেরা এই মনোহর প্রতিবেশে  
তুমি এসো ধেয়ে মম শেষ স্বপ্নটি পূর্ণ করিতে।

জীবনের হাটে প্রাত্যহিক পাওয়া না পাওয়ার  
নিত্য দেয়া নেয়ার, লাভ ক্ষতির পাটিগানিতিক হিসের কষে কষে  
আর ক্লাস্তিকর রুটিনি ক কর্মের পুনাবৃত্তের তিক্ততায়  
বড্ড পরিশ্রান্ত আমি এখন।  
নিওটনের অভিকর্ষজ ত্বরণ, আইনস্টাইনের ই=এমসিকোয়ার,  
আর অধুনাবিস্কৃত স্টিং থিওরি  
সমস্ত রোমান্টিকতা বিবর্জিত আমার কাছে আজ।

অভিভূত হইনা রবিঠাকুরের অজর কবিতামালা আবৃত্তি করে  
মুগ্ধ নহি অবিনাশি গানগুলো শুনে।

কুমারীর নগ্ন উদ্ভত স্তন যুগল আর  
আমার মস্তিস্কের কোষমালায় ঝিলিক তোলে না।  
সমস্ত উদ্দেশ্য বিরহিত আমি আজ  
লক্ষ্যের কোন আলোকবিভা আর  
সামনে চলতে তাড়না করেনা মোরে।

খ্যাতি সন্তান সম্পদ আর প্রিয়জনরা ধূসর বিবর্ণ  
কেবল একমাত্র সত্য তুমি আর আমার সুখকর মৃত্যু।

ধবধবে সাদা বসনখানি অংগে জড়িয়ে  
মেঘকালো চুলগুচ্ছ ছড়িয়ে দিয়ে  
বসো কিছুক্ষন এই নির্জন বনভূমে।

বনের সমস্তফুললতাপাতার দ্বানমিশ্রিত

বসন্তসমিরনের বায়ু-সাগরে  
স্নাত হও অয়ি প্রিয়ে এই মাহেন্দ্রক্ষেপে।  
ধুয়ে মুছে ফেলো তোমার শরীরমনমগজের  
সমস্তক্লান্তির ছাপ যা - এই বিপুলা ধরিত্রির নিদর্য প্রপঞ্চরাশি  
আর তার প্রাণীপাল একে দিয়েছে শিশুসুলভ অম্লান বদনে।

সূর্য্য যখন আলোবিকিরনের কাজ সেরে এখন বিদায়ের  
শেষ পথে, তখন আমি তোমার ভাজ করা পদ যুগলে  
মস্তক খানি এলিয়ে দিই অবর্ণনীয় শান্তিতে।  
তুমি আবৃত্তি করতে থাকো রবীঠাকুরের  
" বিদায় অভিষাপ" নামি অজর কবিতা খানি  
অন্তগামী রবির পদধ্বনির তালে তালে।  
কিংবা গেয়ে যাও "কেনো আমায় পাগল করে যাস ওরে চলে যাওয়ার  
দল" নামি  
গিতিকাটি শান্ত গভীর স্বরে।  
আমি ঘুমিয়ে যাই না-জাগা নিদ্রায়  
তোমার মধুর স্বরে গাওয়া ঘুমাবেশাক্ত গানের পংক্তিমালা যখন  
আমার শবনে ঢেলে দিচ্ছে সুধার পর সুধা।

তোমার গান, সূর্যের অন্তর্ধান আমার না-জাগা চিরনিদ্রা  
বিটোফোনের চন্দ্রালোকগিতিকার মতো একাকার হয়ে মিশে যাক  
অনন্তশূন্যে।